দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

কোচিং সেন্টার সমাচার

কোচিং সেন্টার চালুর ব্যাপারে সরকারি কোন নীতিমালা না থাকায় সেন্টারগুলি পুরোপুরি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। দেশে নানা স্থানে অত্যাধুনিক সাজ-সজ্জা ও প্রচার-প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে কোচিং প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী হইতে শুরু করিয়া মাধ্যমিক স্কুল, ক্যাডেট কলেজ, বুয়েট, মেডিক্যাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং এমনকি বিসিএসের প্রাক-নির্বাচনী লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার জন্যও রহিয়াছে কোচিংয়ের ব্যবস্থা। ইহাছাড়া প্রতিটি ক্লাসে একাডেমিক কোচিং, ব্যাংক, সেনাবাহিনী, নেভি ও মেরিনে ভর্তি, টোফেল, জিআরই ও জিম্যাট কোথায় নাই কোচিং পদ্ধতি। এক্ষণে বুয়েট, মেডিক্যাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার নিমিত্ত কোচিং সেন্টারগুলো সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি ইউনিটে ভর্তি ফি বাবদ ৬ হাজার হইতে ৭ হাজার এবং যে কোন দুইটি ইউনিটে ১০ হাজার হইতে সাড়ে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হইতেছে। কোন চাকুরী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার ক্ষেত্রে এই ফি ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়। বলা দরকার একাডেমিক ও কোচিং ব্যবস্থায় শিক্ষার পরিবর্তে নানা কায়দায় অর্থোপার্জন বড় হইয়া দেখা দিয়াছে।

কোচিং সেন্টারগুলির বড় ত্রুটি হইল, ইহার পাঠদান সেট করা প্রশ্নভিত্তিক এবং পরীক্ষা বা ভর্তি পরীক্ষায় সহজপথে উত্তীর্ণ হইবার কৌশল শিক্ষাদান করা কোচিং সেন্টারগুলির লক্ষ্য নয়। মাত্র। ইহার মূল উদ্দেশ্য বাণিজ্য না হইলে ইহা সহশিক্ষা পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হইতে পারিত। বিভিন্ন সময় ভর্তি পরীক্ষা ও বিসিএসের প্রশ্নপত্র ফাঁসের সহিত এইসব কোচিং সেন্টারের সংশ্রব ছিল বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। এইসব নানা কুফল বিবেচনা করিয়া ২০০২ সালে শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি শিক্ষার মানোন্নয়নের স্বার্থে প্রাইভেট টিচিং, কোচিং এবং নোট বই ও গাইড নিষিদ্ধ ঘোষণা করিবার সুপারিশ করিয়াছিল। ইহা সত্য যে, দেশে হাজার হাজার কোচিং সেন্টার রাজধানী জেলা, উপজেলা ও এমনকি গ্রাম পর্যায়েও বিস্তৃত। এসব প্রতিষ্ঠানে অনেক বেকার যুবক ও ছাত্র-ছাত্রীর কর্মসংস্থান তথা আয়-রোজগারের ব্যবস্থা হইয়াছে। অন্যদিকে একাডেমিক কোচিং ও প্রাইভেট টিউশন অনেক শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর বাড়তি আয়ের মাধ্যমে বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহাও অনস্বীকার্য যে, অধিকাংশ কোচিং সেন্টারের মালিক ও প্রাইভেট কোচিং বা টিউশনে ব্যস্ত শিক্ষক বিদ্যাদানের কথা বেমালুম ভুলিয়া কেবল অর্থকড়ি উপার্জনে মনোযোগী হইয়াছেন। আর এখানেই দেখা দিয়াছে যত বিপত্তি।

যে কোন কর্মসাধন উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু কোচিং সেন্টারগুলির উদ্দেশ্য ভাল বলিয়া মনে হয় না। এ ক্ষেত্রে আমাদের দুই রকম সুপারিশ রহিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীভিত্তিক একাডেমিক কোচিং ব্যবস্থাকে স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। সাধারণত উন্নত দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালগুলিতে বিকাল বা রাত্রি বেলায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রাইভেট পড়ানো এবং রোগীদের জন্য প্রাইভেট প্র্যাকটিসের নিয়ম চালু রহিয়াছে। ইহাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক ৪০:৬০ এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও ডাক্তার ৬০:৪০ অনুপাতে উপার্জিত অর্থের সম্মানী পাইয়া থাকেন। আমাদের দেশে এইরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হইলে প্রাইভেট টিউশনী ও আলাদা করিয়া কোচিং সেন্টারের অবকাঠামো গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন পড়িবে না। ছাত্র-ছাত্রীরাও স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেদের ক্যাম্পাস ও পরিচিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিকটই অতিরিক্ত সময়ে পড়াশুনা করিতে পারিবেন। ইহা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে এমন কোন কথা নাই। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও বিভিন্ন চাকুরী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য কোচিং সেন্টারগুলির ব্যাপারে ধীরে ধীরে নিরুৎসাহিত করিবার নীতি অবলম্বন করা উচিত। সেই ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে উচ্চহারে অর্থের বিনিময়ে রেজিস্ট্রেশন করিতে বাধ্য করাই উত্তম হইবে।